প্রথম আলো

তারিখ ... 14 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ফের স্থগিত

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ●

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দ্বিতীয়বারের মতো স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল রোববার পরীক্ষা স্থগিতের পর ছাত্রলীগের দুই পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় পুলিশ লাঠিপেটা করে সংঘর্ষে জড়িত ব্যক্তিদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ঈশ্বরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. মাসুদুল হক বলেন, কলেজে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু করতে পরিচালনা কমিটি বাংলা, হিসাববিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের জন্য ১৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দুবার চেষ্টা করেও বাধার মুখে নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া যায়নি।

কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলেন, কলেজ কমিটির সভায় শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর সভাপতিসহ কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে নিয়োগ নিয়ে বাণিজ্য করার অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মো. আবদুছ ছাত্তারের কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পাননি বলে অভিযোগ করেন কমিটির অন্য তিন সদস্য। তাঁদের ক্ষোভ কাজে লাগিয়ে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ তাঁর সমর্থকদের নিয়ে গত ২২ আগস্ট নিয়োগ পরীক্ষায় বাধা দেন। এদিকে অনিবার্য কারণ দেখিয়ে গতকালও পরীক্ষা স্থগিত করে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

হাসান মাহমুদ গতকাল বলেন, পরিচালনা কমিটির কিছুসংখ্যক সদস্যকে নিয়ে সভাপতি আবদুছ ছাত্তার নিয়োগ-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ছয়জন বলেন, পরীক্ষা স্থগিত করার পরেই ছাত্রলীগের এক পক্ষ কলেজের ভেতরে মিছিল করে সভাপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর স্লোগান দিতে থাকে। এতে সভাপতির পক্ষের ছাত্রলীগের সমর্থকেরা পাল্টা স্লোগান দিতে শুরু করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। উভয় পক্ষ দেশি অস্ত্র নিয়ে মিছিল বের করে। পুলিশ দুটি মিছিলের মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে সংঘর্ষ ঠেকায়। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেলে পুলিশ লাঠিপেটা ও শটগান দিয়ে চারটি গুলি করে উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছররা গুলিবিদ্ধ হয়ে চারজন আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলাম বলেন, সভাপতির দুর্নীতির কারণে কলেজটির আজ বেহাল দশা। শিক্ষক নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তিনি ঈশ্বরগঞ্জ তৃতীয় সাব জজ আদালতে নালিশি মামলা করেছেন। আদালত ১০ দিনের সময় দিয়ে কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন। কিন্তু আদালতে জবাব না দিয়ে গতকাল পরীক্ষার আয়োজন করা হলে তাঁরা বাধা দেন।

মো. আবদুছ ছাত্তার বলেন 'যাঁরা বলছেন, আমি শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি করছি, তাঁদের বলুন প্রমাণ হাজির করতে।' ওসি মো. বোরহান উদ্দিন বলেন, কারও পক্ষ নেওয়ার অভিযোগ সঠিক নয়।